বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

আধুনিক যুগ

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

সৈয়দ শামসুল হক

মুনীর চৌধুরী

জহির রায়হান

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

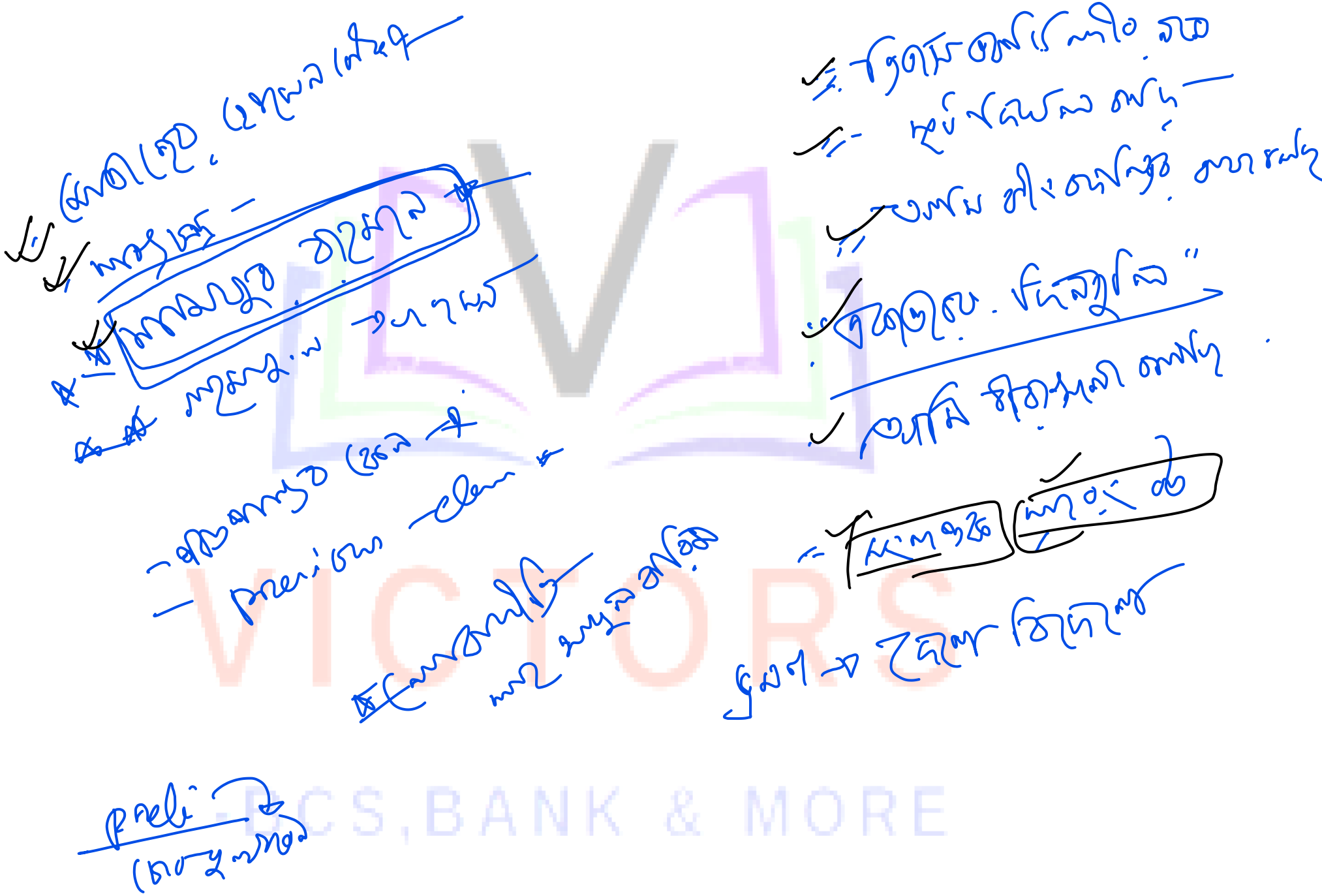

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

কথাসাহিত্যের এক প্রবাদপ্রতিম নক্ষত্রের নাম সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ। পূর্ববাংলা ও বাংলাদেশের সাহিত্যে তিনি পথ দেখিয়েছেন, গড়ে তুলেছেন স্বতন্ত্র এক ভাষারীতি। যে ভাষা, যে কাহিনী বিন্যাস, চরিত্রের সৃষ্টির সাথে আর কোনো ভাষা সাহিত্যিকের সাহিত্য কর্মের মিল পাওয়া যায় না। বিষয়, কাঠামো ও ভাষা-ভঙ্গিতে নতুন এক ঘরানার জন্ম দিয়েছেন তিনি। ধর্মীয় গোঁড়ামি, ভন্ডামি, কুসংস্কারকে ব্যবচ্ছেদ করেছেন তিনি তার লেখায়।

যার হাতে জন্ম নিয়েছে লালসালু, কাঁদো নদী কাঁদো, চাঁদের অমাবস্যার মতো উপন্যাস, নয়নচারা, দুই তীর ও অন্যান্য গল্প এর মতো গল্পগ্রন্থ কিংবা বহিপীর এর মতো নাটকের জন্ম। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহকে বলা যায় বাংলাদেশের সাহিত্যে আধুনিক গদ্যের জনক। তিনি নিজে পাঠককে প্রভাবিত করেছিলেন তো বটেই, তার সাহিত্য দিয়েই প্রভাবিত করেছেন অসংখ্য সাহিত্যিককেও। তার সাহিত্য প্রভাবিত করেছে হাসান আজিজুল হক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস,

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

শহীদুল জহির, মামুন হুসাইন, শাহাদুজ্জামান এর মতো সাহিত্যিকদেরও। অনেকে তাকে বলে থাকেন বাংলাদেশের সাহিত্য চর্চার ইন্সটিটিউট।

ছাত্র অবস্থাতেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর কর্মজীবন শুরু হয়েছিল। দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকায় চাকরি পেয়েছিলেন তিনি এমএতে পড়ার সময় বাবার মৃত্যুর আগে। দেশভাগের পর তিন দ্যা স্টেটসম্যান পত্রিকার চাকরি ছেড়ে দিয়ে ঢাকা চলে আসেন আর সেপ্টেম্বরে যোগ দিলেন রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্রের সহকারী বার্তা-সম্পাদক হিসেবে।
এসময়ই তিনি লালসালু উপন্যাস লেখার কাজে হাত দিয়েছিলেন। তখন তিনি থাকতেন পুরান ঢাকার নিমতলীতে। তার পরের বছরই লালসালু উপন্যাস গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছিল কমরেড পাবলিশার্স।
একটা পর্যায়ে রেডিও পাকিস্তানের করাচি কেন্দ্রের বার্তা সম্পাদক হয়েছিলেন তিনি। পরে সেখান

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

থেকে নয়াদিল্লিতে পাকিস্তান দূতাবাসে থার্ড সেক্রেটারির পদমর্যাদায় প্রেস- অ্যাটাশে হন। একই পদে অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে বদলি হন ১৯৫২-র শেষের দিকে।

সিডনিতেই তার পরিচয় হয় আন্-মারি লুই রোজিতা মার্সেল তিবোর সাথে। আন মারি ছিলেন ফরাসী। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ তখন পাকিস্তান দূতাবাসে কর্মরত, অন্যদিকে আন্-মারি কর্মরত ছিলেন ফরাসি দূতাবাসে। দেড়-দু বছরের সখ্যতা ও ঘনিষ্ঠতা এরপর ১৯৫৫ সালের ৩ অক্টোবর বিয়ে করলেন তারা দুজনে। ধর্মান্তরিত আন মারি'র নতুন নাম রাখা হয় আজজা মোসাম্মত নাসরিন।

এর মধ্যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ১৯৫৪ সালে ঢাকায় ফিরে এলেন তথ্য অফিসার হিসেবে ঢাকাস্থ আঞ্চলিক তথ্য-অফিসে। ১৯৫৫ সালে পুনরায় বদলি হন করাচির তথ্য মন্ত্রণালয়। এরপর ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার তথ্য পরিচালকের পদাভিষিক্ত হয়ে, ১৯৫৬ সালের জানুয়ারিতে, দেড় বছর পর পদটি বিলুপ্ত হয়ে

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

গেলে জাকার্তার পাকিস্তানি দূতাবাসে দ্বিতীয় সেক্রেটারির পদমর্যাদায় প্রেস-অ্যাটাশে হয়ে রয়ে গেলেন ১৯৫৮'র ডিসেম্বর অবধি। এরপর ক্রমান্বয়ে করাচি-লন্ডন-বনসহ নানা শহরে, বিভিন্ন পদে ও বিভিন্ন মেয়াদে কাজ করেছিলেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ। ১৯৬১ সালে ফার্স্ট সেক্রেটারির পদমর্যাদায় প্রেস-অ্যাটাশে হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন প্যারিসের বাংলাদেশ দূতাবাসে। একনাগাড়ে ছয় বছর ছিলেন তিনি এ শহরে। এরই মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল লালসালু উপন্যাসটির ফরাসি অনুবাদ "লারব্র্ সা রাসিন"।

মুক্তিযুদ্ধের সময় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ নিজে প্রচন্ড আর্থিকভাবে সমস্যাগ্রস্ত থাকার পরও বাংলাদেশের জন্য ফ্রান্সে ও ইউরোপে বিশাল অঙ্কের ফান্ড সংগ্রহ করে কলকাতায় মুক্তিযোদ্ধা তহবিলে পাঠিয়েছিলেন। প্রচারণা চালিয়েছিলেন আন্তর্জাতিক মহলে। অথচ মুক্তিযুদ্ধের সময় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ চাকরিহীন, বেকার। তবুও তার ফরাসি স্ত্রী কাজ করেছেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রচারণার জন্য, বিশ্বমত গড়ে তোলার কাজে।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

কিন্তু তার শরীর আর মানলো না। অত্যধিক কাজের চাপ, মানসিক অস্থিরতায় মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হলো ওয়ালীউল্লাহর। মুক্তিযুদ্ধের বছরের অক্টোবর মাসে চিরতরে বিদায় নিলেন বাংলা সাহিত্যের এই কিংবদন্তি নক্ষত্র।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

সাহিত্যকর্ম:

১৯৪৭-এর দেশভাগ হলে 'দ্য স্টেটসম্যান'-এর চাকরি ছেড়ে তিনি ঢাকায় এসে রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্রের সহকারী বার্তা সম্পাদকের পদে নিয়েজিত হন। পরের বছরই প্রকাশিত হয় প্রথম উপন্যাস 'লালসালু' (১৯৪৮)। এবং এ বছরই রেডিও করাচির বার্তা সম্পাদকের চাকরি নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যান। এরপর পর্যায়ক্রমে নয়াদিল্লি ও সিডনির পাকিস্তান দূতাবাসের সেক্রেটারি পদমর্যাদায় চাকরি করেন। সিডনিতে থাকতেই ফরাসি দূতাবাসের তরুণী আন-মারি লুই রোজিতা মার্সেল তিবো'র সঙ্গে পরিচয় ও প্রেম জন্মে। এরপর ওয়ালীউল্লাহ্ ঢাকায় ফিরে এলেও কিছুদিনের মধ্যেই আবার বদলি হন করাচিতে। এ সময়, ১৯৫৫ সালের ৩ অক্টোবর আন-মেরির সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন তিনি। এ-বছরই 'বহিপীর' নাটকের জন্য পিইএন পুরস্কার পান সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, যদিও এই নাটকটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় আরও পাঁচ বছর পরে, ১৯৬০ সালে। এরপর সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ জাকার্তা, লন্ডন, বন এবং সবশেষ প্যারিসে চাকরি করেন। ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'চাঁদের অমাবস্যা' এবং নাটক 'সুড়ঙ্গ'। পরের বছর প্রকাশ পায় 'তরঙ্গভঙ্গ'

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

নাটক এবং ‘দুই তীর ও অন্যান্য গল্প’ নামের গল্পের বই। প্যারিসে থাকা অবস্থায়, ১৯৬৭ সালের ৮ আগস্ট লন্ডনের শ্যাটো এ্যান্ড উইন্ডাস পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত হয় ‘লালসালু’র ইংরেজি অনুবাদ ‘Tree Without Roots’। এর আগেই অবশ্য উপন্যাসটির আন-মারি কৃত ফরাসি অনুবাদ ‘র্লাব্র্ সাঁ রাসিন্’ (L`Arbre sans racines) প্রকাশ পেয়েছিল। ১৯৬৮ সালের মে মাসে ঢাকা থেকে বের হয় উপন্যাস ‘কাঁদো নদী কাঁদো’। ‘The Ugly Asian’ ওয়ালীউল্লাহর মৌলিক ইংরেজি উপন্যাস। প্রকাশিত দুটো গল্পগ্রন্থের বাইরে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর ৩২টি গল্পের সন্ধান পেয়েছেন সৈয়দ আবুল মকসুদ ও সৈয়দ আকরম হোসেন। এ ছাড়া ১৯৬৩ সালে ‘উজানে মৃত্যু’ নামে একটি নাটক প্রকাশিত হয়েছিল সিকান্দার আবু জাফর সম্পাদিত ‘সমকাল’ পত্রিকায়।

উপন্যাস

VICTORS -BCS,BANK & MORE

সম্পাদনা

- *লালসালু* (১৯৪৮)
- *চাঁদের অমাবস্যা* (১৯৬৪)
- *কাঁদো নদী কাঁদো* (১৯৬৮)
- *কদর্য এশীয়, ফাল্গুন* (২০০৬, মরনোত্তর)
- *হাউ টু কুক বিনস* (২০১২, মরনোত্তর)

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

ছোটগল্প সংগ্রহ

- নয়নচারা
- *দুই তীর ও অন্যান্য গল্প* (১৯৬৫)
- "একটি তুলসী গাছের কাহিনী"

নাটক

সম্পাদনা

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

- বহিপীর (১৯৬০)
- উজানে মৃত্যু (১৯৬৩)
- সুড়ঙ্গ (১৯৬৪)
- তরঙ্গভঙ্গ (১৯৭১)

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

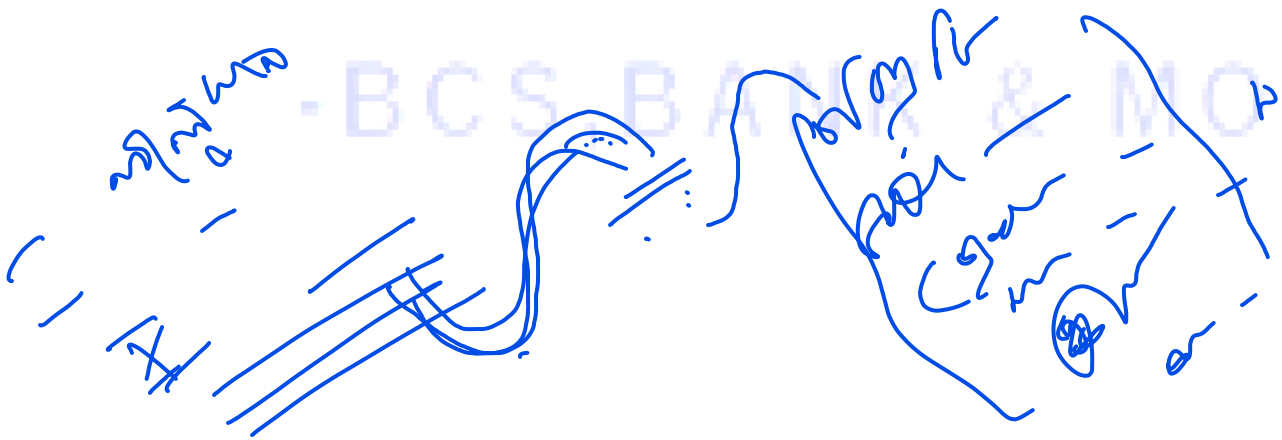

লালসালু:-

বাঙালি মুসলমান সমাজে জেঁকে বসা পীরপ্রথারও এক বিশ্বস্ত দলিল 'লালসালু' উপন্যাসটি। ওয়ালীউল্লাহ্'র পিতা ছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট। পিতার বদলির চাকরিসূত্রে তিনি বাংলাদেশের দূর-দূরান্তে ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ পান। ফলত, ধর্মীয় বইয়ের পাতা থেকে মানুষের সংস্কারকে পুঁজি করে সমাজে ছড়িয়ে পড়া পীরপ্রথাকে খুব কাছ থেকে দেখেন তিনি। 'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাস কিংবা 'বহিপীর' নাটকের সমান্তরালে 'লালসালু' উপন্যাসেও তার সেই অভিজ্ঞতার প্রতিফলন দেখা যায়।

ধর্ম-ব্যবসায়ী মজিদকে মানুষ ব্যবসায়ী হিসেবে শনাক্ত করতে না পেরে ভয় পায়। কারণ, তাদের বিশ্বাস লোকটির পেছনে সক্রিয় রয়েছে রহস্যময় অতিলৌকিক কোনো দৈবশক্তি। এই

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

অতিলৌকিক দৈবশক্তির অছিলাই মজিদের টিকে থাকার শক্তি। সে প্রচণ্ড সোচ্চার তার রাজত্বে কোনো দ্বিতীয় অংশীদারের আবির্ভাব ঘটছে কি না, যদি ঘটে তবে নৃসিংহমূর্তি ধারণ করে অতিসত্বর বিদায় করে তাকে। সে খুব ভালো করেই জানে, শিক্ষার আলোই হতে পারে তার হন্তারক। গ্রামবাসী যাতে শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে মজিদের মাজারকেন্দ্রিক পশ্চাৎপদ জীবনধারা থেকে সরে যেতে না পারে, সেজন্য সে শিক্ষিত যুবক আক্কাসের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে ওঠে। কূটকৌশলে তার স্কুল প্রতিষ্ঠার 'বেতমিজি' স্বপ্নকে ছত্রখান করে দিয়ে বাধ্য করা হয় গ্রাম ছাড়তে।

এছাড়া, ভণ্ড মজিদ যে সর্বদা নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ বোধ করে তা নয়। তার মনেও সদা ভয়- হয়তো কোনো মানুষ স্বাভাবিক প্রেরণা ও বুদ্ধির মাধ্যমে তার গড়ে তোলা প্রতিপত্তির ভিত্তিটাকে ধসিয়ে দেবে!আক্কাস, জমিলা, আমেনা বিবি আর ঢ্যাঙাবুড়ির মতো চরিত্রগুলোর আচরণ বিভিন্ন সময়ে মজিদকে ভীত করেছে, আশঙ্কাগ্রস্ত করেছে, যদিও তাদেরকে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন করে দমন করা হয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। এরূপে চিত্রিত সচেতন ও অবচেতন মানবমনের বিচিত্র গতিও এ উপন্যাসকে নতুন মাত্রা দেয়।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

‘লালসালু’ উপন্যাসটি শিল্পিত সামাজিক দলিল হিসেবে বাংলা সাহিত্যের একটি অবিস্মরণীয় সংযোজন। এর কাহিনী ছোট, সাধারণ ও সামান্যই। বিষয় নির্বাচন, কাহিনী ও ঘটনাবিন্যাসও গতানুগতিকতা বিবর্জিত। অথচ এর মধ্যেই মানবজীবনের প্রকৃত রূপ আঁকেন লেখক। এর গ্রন্থনা ও বিন্যাস অত্যন্ত মজবুত। লেখক সাধারণ একটি ঘটনাকে অসামান্য নৈপুণ্যে বিশ্লেষণী আলো ফেলে তাৎপর্যমণ্ডিত করে তুলেছেন। স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি ও সমাজ সরল ও ধর্মপ্রাণ সাধারণ মানুষকে কীভাবে বিভ্রান্ত ও ভীতির মধ্যে রেখে শোষণের প্রক্রিয়া চালু রাখে তার অনুপুঙ্খ বিবরণ তিনি দিয়েছেন ‘লালসালু’ উপন্যাসে।

ধর্মবিশ্বাস তার আক্রমণের লক্ষ্য নয়, তার আক্রমণের লক্ষ্য ধর্মব্যবসা এবং ধর্মের নামে প্রচলিত কুসংস্কার, গোঁড়ামি, অন্ধত্ব। এই আগাছাগুলোই কল্যাণময় ধর্মের ভিত্তিকে দুর্বল করেছে, মানুষের মনকে করেছে দুর্বল, সংকীর্ণ

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

এবং ভীত। উপন্যাসের লালসালুটি সেই অজানা পীরের কবরই আবৃত করেনি, ঢেকে রেখেছে আমাদের বোধবুদ্ধি আর সচেতনতাকেও। 'লালসালু' উপন্যাসটি এই কুসংস্কার আর ভণ্ডামিরই মুখোশ উন্মোচন। অনবদ্য জীবনবোধ, জীবনদর্শন, পরিবেশচিত্রণে জীবন্ত উপমার ব্যবহার, গ্রামীণ ভাষা এবং ধর্মীয় গোঁড়ামি, অপবিশ্বাসের নগ্নরূপ নিরাকরণ- সব মিলিয়ে 'লালসালু' বাঙলা সাহিত্যের এক কালোত্তীর্ণ সৃষ্টি!

১. মজিদ

লালসালু উপন্যাসের মূলভাব আলোচনা করার সময় আমরা এই মসজিদকে নিয়ে আমরা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে পেরেছি । তো এই মজিত হচ্ছে এই লালসালু উপন্যাসের প্রধান চরিত্র যাকে নিয়ে লালসালু উপন্যাসটি রচিত হয়েছে । আর এই মজিদকেই ধর্মব্যবসায়ী স্বার্থপর ও গরিবের প্রতি অত্যাচারের একটা প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

এই মজিদকে উপন্যাসে অনেক খারাপ মানুষ হিসেবে দেখানো হয়েছে । সে হচ্ছে কুসংস্কার ও প্রতারণা এবং অন্ধবিশ্বাসের একমাত্র প্রতীক সে ছিল ধর্ম ব্যবসায়ী ও স্বার্থপর এবং এই মজিদ মহব্বতনগর গ্রামে মোদাচ্ছের পীরের নামের একটি মাজার প্রতিষ্ঠা করেছিল । এছাড়াও এই মজিদ গ্রামের আক্কাস আলী স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল তাকে তার উদ্যোগ নষ্ট করে গ্রাম ছাড়া করেছিল । মজিদের প্রথম স্ত্রীর নাম রহিমা এবং দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম আছে জমিলা ।

জমিলা

এই জমিলা কে মজিদ মিয়ার দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে চিহ্নিত করা হয় । তবে **লালসালু উপন্যাসের মূলভাব** এর মধ্যে এই জমিলাকে গরীব ঘরের মেয়ে হিসেবে দেখানো হয়েছে এবং তার বয়স ছিল অনেক কম অর্থাৎ সে ছিল নিতান্তই কিশোর ।

মজিদ মিয়ার প্রথম স্ত্রী রহিমা যদি তাকে সামান্য শাসন করে তবুও তার চোখে জল আসে কারণ সে বয়সে অনেক ছোট । তবে হ্যাঁ মজিদকে প্রথম দেখে জমিলা মনে করেছিল যে মজিদ হয়তো তার ভাবি শ্বশুর । জমিলা মসজিদের মুখে এক সময় থুতু দিয়েছিল । রহিমার

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

মতো এই জমিলাও মাজার কুসংস্কার এবং অন্ধবিশ্বাস এর বিপরীত ছিল অর্থাৎ সে এগুলো বিশ্বাস করত না বা মানতো না । সে সন্ধ্যা হতে না হতেই ঘুমিয়ে পড়তো এবং সে যখন নামাজ পড়তো এবং নামাজের মধ্যে জায়নামাজে সেজদা দেওয়ার সময়ই ঘুমিয়ে পড়তো ।

বহিপীর

রচয়িতা : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-১৯৭১)

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সংখ্যাধিক্যে নয়, উৎকর্ষে নাটক রচনায় তার কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বহিপীর' (১৯৬৫) নাটকের আঙ্গিকের অভিনবত্বে তার বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ পেয়েছে। এ নাটক তাহেরা নামের এক তরুণীকে সৎমা ও বাবা বিয়ে দেয় বুড়াে এক পীরের সঙ্গে। এই পীর বইয়ের ভাষা অর্থাৎ সাধুরীতিতে কথা বলেন বলে তাকে বহি (বই) পীর বলে অভিহিত করা হয়েছে।

পীরের বক্তব্য হলাে, বইয়ের ভাষায় বা সাধুরীতিতে কথা বললে নানা রকমের আঞ্চলিকভাষার বাংলাদেশের তার কথা বুঝতে অনুসারী ও শ্রোতাদের অসুবিধা হবে না। নাটকে তাহেরাকে সে বিয়ে করলেও তাহেরা কবুল' বলে নি। বরং ছাােট এক চাচাতাে ভাইকে নিয়ে পালিয়ে নদীর ঘাটে আসে সে। রেশমপুরের জমিদার হাতেম স্ত্রী খাােদেজা ও পুত্র হাশেমকে নিয়ে নদীপথে ঢাকায় আসছিলেন। নদীর ধারে তাহেরাকে দেখে সে তাকে বজরায় তুলে নেয়।

এদিকে বহিপীর তার ভৃত্য হকিকুল্লাকে নিয়ে তাহেরাকে খুঁজতে নৌকাযাােগে বের হয়। তাদের নৌকা জমিদার হাতেমের বজরার সঙ্গে ধাক্কা লেগে দুর্ঘটনা ঘটার আগেই হাতেম বহি-পীর ও

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

তার ভৃত্যকে স্বীয় বজরায় তুলে জীবন বাঁচায়। নাটকীয়তা এখানেই যে, একই বজরার দুই কামরায় বহিপীর ও তাহেরার অবস্থান কিন্তু কেউ তা জানে না এবং তাদের পারস্পরিক পরিচয়ও জমিদার-পরিবারের কাছে অজানা। তবে অল্প সময় পরেই সে পরিচয় জানা হয়ে যায় এবং বহিপীর তাহেরাকে নিজের আস্তানায় নিতে চায়। এ কারণে সে নানা কৌশল প্রয়াোগ করেও ব্যর্থ হয়। অবশেষে হাশেম ও তাহেরা নবজীবনের পথে বের হলে নতুনের জয়গাথা রচিত হয় এই নাটকে।

নাটকটি লেখকের 'লালসালু' উপন্যাসের সঙ্গে মিলিয়ে পড়া যেতে পারে। এখানেও ধর্মকে ভণ্ড বহিপীর ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহার করে। বহিপীর-মজিদ, তাহেরা>জমিলা, হাতেম>খালেক ব্যাপারি, আমেনা>খাদেজা, হাশেম> আক্কাস-এভাবে প্রতিতুলনা করে বহিপীর' ও 'লালসালু' পাঠ করা যেতে পারে।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

নাটক ও উপন্যাসটির বক্তব্য-বিষয় মূলত একই। সমাজের সমস্যা তার নাটকে এসেছে, কিন্তু তা পরিবেশিত হয়েছে গতানুগতিকতার বাইরে। বিষয়বস্তু নির্বাচনে, আঙ্গিক রূপায়ণে ও সংলাপ সংযোজনায় তার বিশিষ্টতা বিদ্যমান।

বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে ওয়ালীউল্লাহ্র সৃষ্টি খুব বেশি নয়। এর মধ্যে নাটক মাত্র চারটি। অনেক সমালোচক বলেন, উপন্যাস এবং ছোটোগল্পে ওয়ালীউল্লাকে যতটা শক্তিশালী মনে হয় নাট্যসাহিত্যে তাঁকে ততটা পাওয়া যায় না। তাঁর বহুল আলোচিত নাটক বহিপীর প্রকাশিত হয় ১৯৬০ সালে। তবে ওয়ালীউল্লাহ্র সুড়ঙ্গ (১৯৬৪) এবং তরঙ্গভঙ্গ (১৯৬৫) নাটকে অ্যাবসার্ড নাটকের প্রভাব বেশি লক্ষ্য করা যায়। ওয়ালীউল্লাহ্র নাটকে অ্যাবসার্ড নাটকের উপাদান আলোচনাকালে সবচেয়ে বেশি আলোচনায় আসে তরঙ্গভঙ্গ নাটকের নাম। ১৯৬৮ সালের

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

নভেম্বরে তরঙ্গভঙ্গ নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তরঙ্গভঙ্গ নাটক নিয়ে কবীর চৌধুরী বলেন:

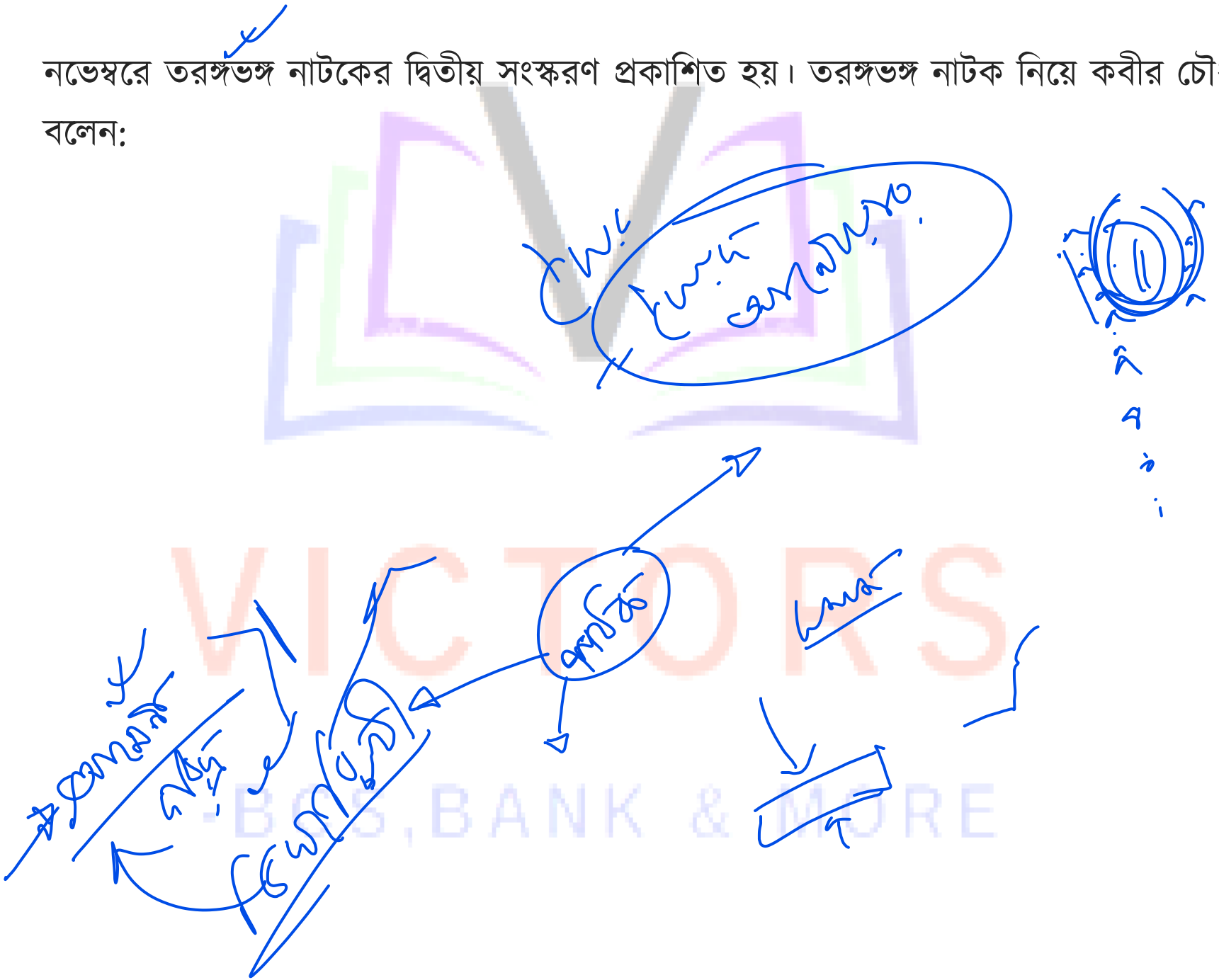

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

“নাটকটির মধ্যে এ্যাবসার্ড নাটকের লক্ষণ সহজেই ধরা পড়ে। এই নাটকের জগত ঠিক অবাস্তব নয়, পরাবাস্তবও নয়, অবাস্তব ও অসম্ভবের প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে এই জগত। জনৈক সমালোচকের ভাষায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ বিশেষ আঙ্গিক কৌশল ও দৃষ্টিভঙ্গির গুণে “তাঁর চরিত্রগুলির বিভিন্ন কৌণিকতা, অজানা মোড়, অন্ধকার বাঁক আমাদের কাছে ধরা দিচ্ছে। আমাদের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হলেও বিশ্বাস্য ঠেকে কিম্বা বিশ্বাস্য চরিত্র হঠাৎ অবিশ্বাস্য অথবা অসম্ভব হয়ে ওঠে। আমরা ভাবি এমন হওয়া সম্ভব, আর সম্ভব যদি হয় তা হলে চরিত্রগুলির এমন সংলাপ, আচরণ একেবারে বেমানান নয়। এভাবে সৈয়দ আমাদের বাস্তব এবং অবাস্তবের মধ্যে দোলায়মান রাখেন, যেমন তিনি রাখেন তাঁর চরিত্রদের। রঙ্গমঞ্চের মাধ্যমে তিনি এভাবে আমাদের গ্রাস করেন।”

নাটকের ঘটনা শুরু হয় একটি বিচারালয়ে। “কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আসামি আমেনা। গ্রাম্য মেয়ে; বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ। পরনে সাদা শাড়ি। মাথায় কপাল পর্যন্ত ঘোমটা টানা।” আমেনাকে

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে হত্যার অভিযোগে। তার বিরুদ্ধে স্বপ্রণোদিত হয়ে হত্যা মামলা দায়ের করেছে আব্দুস সাত্তার নেওলাপুরী। আমেনার বিরুদ্ধে দুজনকে হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ নিজের স্বামী হত্যা।

আসামি আমেনা অভাবের সংসারে শিশুপুত্রকেও বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। সে তার সন্তানকে জঙ্গলের ভিতর নিয়ে গিয়ে গলা টিপে হত্যা করে। আমাদের বিবেকবোধহীন সমাজব্যবস্থার অন্যতম প্রতিনিধি, যে মানবিকতা জানে না এবং মানুষের অস্বাভাবিক কাজের পশ্চাতের কারণ খুঁজবার বোধ ধারণ করে না, সেই মৌলভী আব্দুস সাত্তার নেওয়লাপুরী আমেনার সন্তান হত্যার ঘটনা দেখে ফেলে এবং আদালতে মামলা করে। নাটকের আরেক চরিত্র ভিখারিনী, আমাদের যাত্রানাটকে বিবেকের চরিত্রের মতো। তার দীর্ঘ সংলাপের অংশ বিশেষ থেকে এই ঘটনার বিস্তারিত পাওয়া যায় :

..“সেদিন দুপুরবেলা উঠানে বসে আমেনা, পাশে চার সন্তান ট্যাঁ-ট্যাঁ করছে ক্ষিধেয়। সে গিয়েছিল মিঞাদের বাড়িতে কাজের খোঁজে। ...মিয়ার বিবি ঝামটা দিয়ে বলল, অনেক দিয়েছি,

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

কিন্তু দেয়ার একটা সীমা আছে। আর দিতে পারি না। উঠানে বসে সে কথাই ভাবছিল আমেনা। হঠাৎ তখন উঠান অতিক্রম করে কে তাকে কানে-কানে বলেছিল, আমেনা, আমি যা বলি তাই কর। কে বলেছিল সে কথা?”

সন্তান হত্যার প্ররোচনাদান প্রসঙ্গ স্বাভাবিক বাস্তবতা থেকে পাঠক-দর্শককে অন্য জগতে নিয়ে যায়। সন্তানের খিদের জ্বালা প্রশমনে তাকে হত্যা করা ছাড়া আর কোনো উপায় হয়ত আমেনার সামনে খোলা থাকে না। স্বাভাবিকভাবে আমেনার বিরুদ্ধে মামলা হয়। কিন্তু নাটকটি ঠিক স্বাভাবিক বাস্তবতায় থাকে না। আমেনার স্বামী ও সন্তান হত্যার ঘটনায় আদালতে মামলা হওয়ার পর নাট্যকার দর্শকদের তাঁর নাটকের বাস্তবতার সামনে হাজির করেন। আমরা দেখি বিচারালয়ের দৃশ্য : বিচারকের আসনে জজ নিদ্রাচ্ছন্ন। মাথা পিছনের দিকে হেলানো; মুখটা কিছু খোলা। বয়স
পঞ্চাশের উপরে। বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে কিছুটা অস্বাভাবিক ও বিচিত্র মনে হয় এই দৃশ্য, কিন্তু এ নাটকের জন্য এটাই স্বাভাবিক ও সঙ্গত।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

নাটকের প্রধান চরিত্র, মামলার বিবাদী, আমেনা নাটকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সংলাপহীন অথচ তার উপস্থিতিই পাঠক-দর্শককে বিচলিত করে রাখে। সমগ্র বিচার প্রক্রিয়া, বিচার কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কর্মকাণ্ড আমাদের স্বাভাবিক বিচার প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলেই এর পশ্চাতে গূঢ় অর্থ নিহিত থাকে। মূলত মৌলভী নেওলাপুরীই এই সমাজ, রাষ্ট্র এবং বিচারব্যবস্থার প্রতিনিধি। ফলে আমরা বুঝে যাই যে, আমরা বিচারবোধহীন এক সমাজের বাসিন্দা। আসামির পক্ষে এখানে কথা বলার কেউ নেই ভিখারিনী ছাড়া। ভিখারিনী এই নাটকে পাঠক-দর্শকদের

মতো আমেনার পক্ষে দাঁড়ায়। কিন্তু তার সমর্থন নাটকে আদালতের বিচার প্রক্রিয়াকে আমেনার পক্ষে নিতে পারে না। এ কারণে নাটকের শেষ দৃশ্যে বিচারের রায় পড়া না হলেও পাঠক হয়ত বুঝেই যান যে, খুনের অভিযোগ থেকে আমেনার মুক্তি মিলবে না। তার ফাঁসির রায়ের ইঙ্গিত প্রথম দৃশ্যে দর্শকদের কথাবার্তার মধ্য দিয়ে নাট্যকার স্পষ্ট করেছেন।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

বিভিন্ন সময়ে বাংলা নাটক অন্য সংস্কৃতির নাট্যদর্শন, আঙ্গিক এবং কোনো কোনো সময় বিষয়বস্তু দ্বারা প্রভাবিত হলেও অনেক পণ্ডিত মনে করেন এই প্রভাব বাংলা নাটকের সম্মৃদ্ধিকেই বেগবান করেছে। পঞ্চাশের দশকে ইউরোপের নাটকে আলোড়ন তোলা অ্যাবসার্ড নাট্যাঙ্গিকে ওয়ালিউল্লাহ্ বা সাঈদ আহমদের নাটক রচনা এই দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করে।

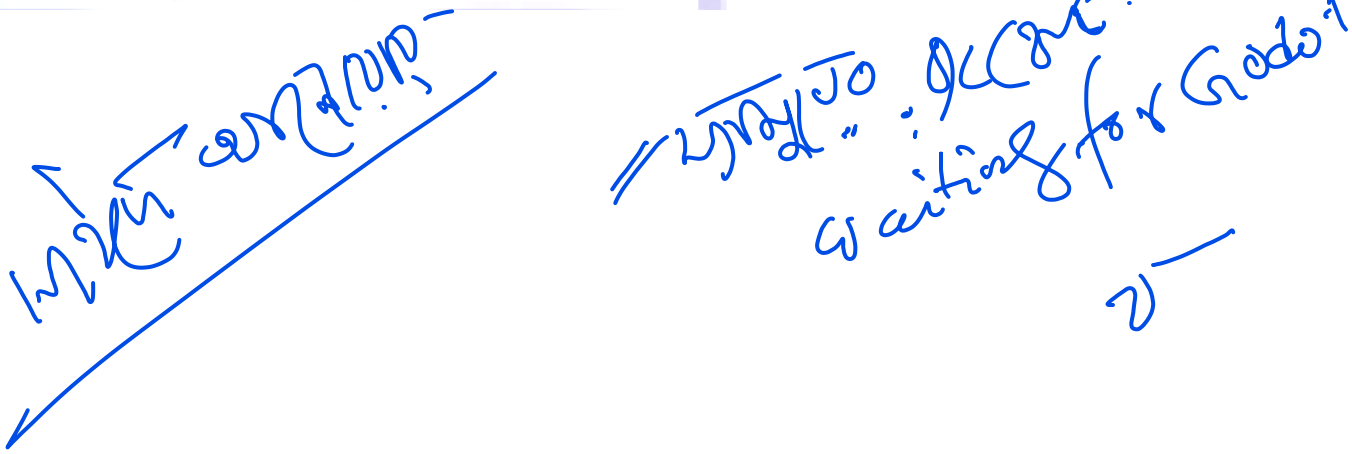

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE
VICTORS
-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE
VICTORS
-BCS,BANK & MORE

জহির রায়হান

উপন্যাস

- *শেষ বিকেলের মেয়ে* (১৯৬০) প্রথম উপন্যাস। প্রকাশক: সন্ধানী প্রকাশনী (রোমান্টিক প্রেমের উপাখ্যান)
- *হাজার বছর ধরে* (১৯৬৪) আবহমান বাংলার গ্রামীণ জীবনের পটভূমিতে রচিত আখ্যান। (চলচ্চিত্ররূপ (২০০৫)
- *আরেক ফাল্গুন* (১৯৬৯) বায়ান্নর রক্তস্নাত ভাষা-আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত কথামালা।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

- *বরফ গলা নদী* (১৯৬৯) প্রথম প্রকাশ: 'উত্তরণ' সাময়িকী। অর্থনৈতিক কারণে বিপর্যস্ত ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত পরিবারের অসহায়ত্ব গাথা।

- *আর কতদিন* (১৯৭০) অবরুদ্ধ ও পদদলিত মানবাত্মার আন্তর্জাতিক রূপ এবং সংগ্রাম ও স্বপ্নের আত্মকথা।

- *কয়েকটি মৃত্যু*

- *একুশে ফেব্রুয়ারি (১৯৭০)*

- *তৃষ্ণা*

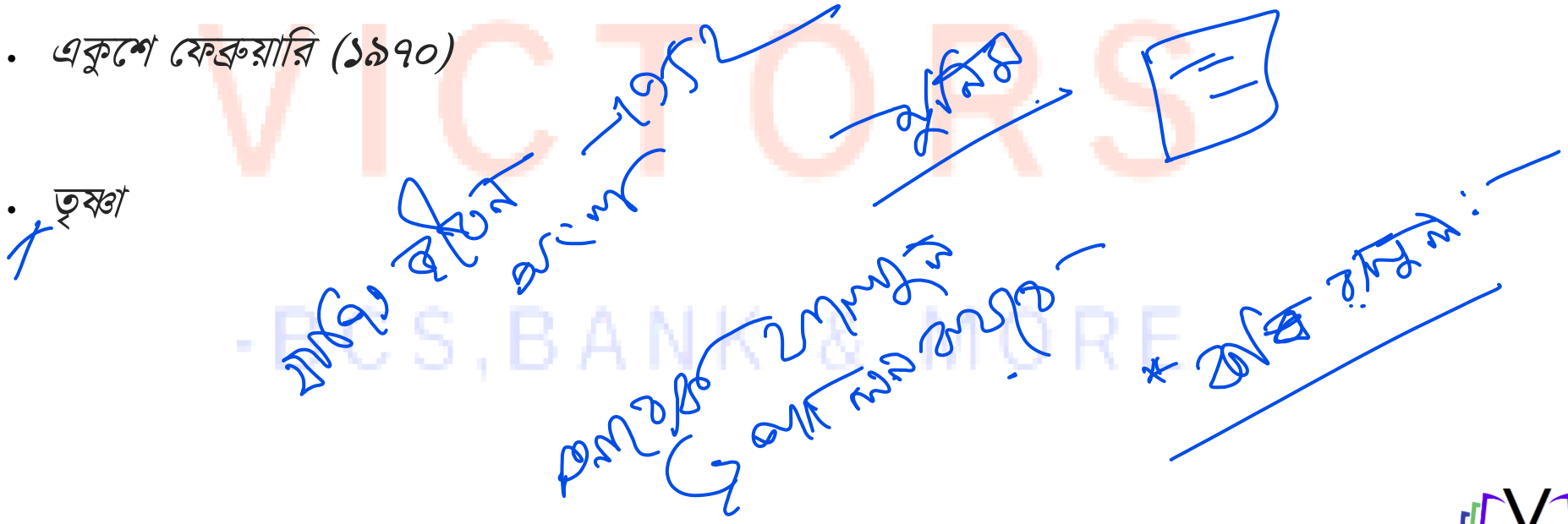

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

প্রেম ও দ্রোহের আরেক ফাল্গুন

ভাষা আন্দোলনের কথা মনে হলে গা শিয়রে ওঠে। শরীরের লোম দাঁড়িয়ে যায়। ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনের রাস্তার কোন জায়গাটায় জানি তাদের ভাইয়ের রক্ত মিশে আছে। ফাল্গুন এলেই বাতাসে গাছের পাতা ঝরার মর্মর শব্দের সঙ্গে শহীদদের স্লোগান শুনতে পান অনেকেই।

কেউ ঘরে থাকতে পারে না। রাতে হঠাৎ যখন ঘুম ভাঙে, দেখা যায় ঘামে ভিজে আছে শরীর। বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যারা জীবন দিয়েছেন তারা আমার ভাই, তারা আমার আপনজন। তাদের আত্মত্যাগ আমাদের সাহস জুগিয়েছে আরও বেশি। শহীদের শ্রদ্ধা জানাতে কিছু করতে হবে।

জহির রায়হানের উপন্যাস 'আরেক ফাল্গুন' ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে। পরবর্তী ১৯৫৫ সালে শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে নানা প্রতিকূলতা পাড়ি দিয়ে

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসা কয়েকজন ছাত্রছাত্রীর উদ্যোগ, সাহস, বিদ্রোহ, অন্যায়ের কাছে মাথা নত না করার ঘটে যাওয়া কতগুলো ছোট ছোট ঘটনা। উপন্যাসে প্রেম আছে, দ্রোহ আছে, প্রিয় মানুষটাকে না পাওয়ার ব্যথা আছে। প্রিয়জনকে হারিয়ে ফিরে পাওয়াসহ উচ্চবিত্ত এবং বাংলা ভাষাবিরোধী কিছু মানুষের জীবনযাপন তুলে ধরেছেন লেখক।

সরকারি বাধাকে উপেক্ষা করে অন্যায়কে প্রতিহত করার বলিষ্ঠ দৃঢ়ভঙ্গিকে কেন্দ্র করে জহির রায়হান রচনা করেছেন বাংলা সাহিত্যের ভাষা আন্দোলনভিত্তিক প্রথম উপন্যাস 'আরেক ফাল্গুন।' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৯ সালে।

ফাল্গুন এলেই প্রিয়জনকে নিয়ে লেখা চিঠির শেষ লাইনে আমরা বলিÑ 'আসছে ফাল্গুনে আমরা দ্বিগুণ হবো।' উপন্যাসের শেষের দুই লাইনে এই কথা জোর গলায় বলছিল এক যুবক। তার কথায় আছে প্রেম এবং আছে দ্রোহ। অন্যায়ের কাছে মাথা নত না করার ভবিষ্যদ্বাণী আমরা খুঁজে পাই। প্রতিবাদ এখনও থেমে যায়নি। এখান থেকে প্রতিবাদ আবার শুরু।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

উপন্যাসের নায়ক মুনিম চেয়েছিল ডলি রাজপথের সঙ্গী হোক। শেষ পর্যন্ত ডলি এসেছিল ফুল হাতে। উপন্যাসের কিছুটা সার্থকতা জহির রায়হান এখানে ফুটিয়ে তুলেছেন। যে ডলি আন্দোলনের সময় মুনিমকে ছেড়ে গিয়েছিল, সেই ডলিই আবার গ্রেপ্তর হওয়া মুনিমের হাতে ফুল তুলে দিয়েছিল।

একুশে ফেব্রুয়ারি পালনের প্রস্তুতি চলছে। স্বৈরাচারী সরকারের সব বাধাকে উপেক্ষা করে শহীদ দিবসকে যথাযথ মর্যাদায় পালনের উদ্দেশ্যে বাস্তবায়নে মুনিমের মতো আসাদ, সালমা, নীলা, রানু, বেনু, রাহাত, কবি রসুল দিন-রাত কাজ করে যায়। পোস্টার ও লিফলেট ছাপানো, কালো ব্যাজ বিতরণ, স্লোগান ও অন্যান্য সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে সবাই অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্ত এবং সক্রিয়। সবাই শপথ করে তিন দিন নগ্ন পায়ে হাঁটবে, শহীদদের স্মরণে রোজা রাখবে, কালো ব্যাজ ধারণ করে ২১ ফেব্রুয়ারির দিন কালো পতাকা উত্তোলন করে শহীদদের শ্রদ্ধা জানাবে।

মুনিমের সঙ্গে আরেকজন আপসহীন একনিষ্ঠ কর্মী আসাদ। কোনো প্রতিকূলতাই তাকে আন্দোলনের মাঠ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। কোনো কাজে তার ক্লান্তি নেই। বাড়ি

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

ফেরারও তাড়া নেই। গ্রেপ্তার হওয়ার পর যখন জেলে পাঠানো হচ্ছিলÑ সবার জন্য কেউ না কেউ এসেছিল। আসাদের কেউ আসেনি। দীর্ঘশ্বাস ফেলে আসাদ বলেছিলÑ আমার তো মা নেই, কে আসবে?

উপন্যাসে কয়েকটা চরিত্র আছে, যারা সমাজে উচ্চবিত্ত, পুলিশ অফিসার, একজন কবি, হলের দায়িত্বে থাকা প্রক্টর। যাদের দেশ, মায়ের ভাষা এবং শহীদদের শ্রদ্ধার প্রতি উদাসীনতা এবং সরকারের হুকুমের গোলামির দৃশ্যটা ফুটে উঠেছে। এদের একজন কবির ভাষ্য এমন ছিল- 'আমরা হলাম সাহিত্যিক। সমাজের আর দশটা লোক মিছিল আর শোভাযাত্রা বের করে পুলিশের লাঠি খেয়ে প্রাণ দিলে কিছু এসে-যায় না। কিন্তু আমাদের মৃত্যু মানে দেশের এক একটি প্রতিভার মৃত্যু।'

সেই কবি ভুলে গিয়েছিল বাংলা তার মায়ের ভাষা, যে ভাষায় প্রথম সে মা বলে ডেকেছিল। কিন্তু সেই ভাষা কেড়ে নিচ্ছে একটা গোষ্ঠী। আর এভাবেই ১৯৫৫ সালে ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে এসে যারা গ্রেপ্তার হয়েছিল- তাদের ভাষাশহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং মাতৃভাষার প্রতি

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

অগাধ ভালোবাসা, দৃঢ় অঙ্গীকার, মাথা নত না করার প্রত্যয় বলে দেয়, এই মিছিল আরও দীর্ঘ হবে আরও লাশ পড়বে। তবুও আমরা মাথা নত করব না। এই প্রেম এবং দ্রোহ একদিনের নয়, বহুদিনের।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

জহির রায়হানের নির্মিত চলচ্চিত্রগুলো হলো- কখনো আসেনি (১৯৬১), সোনার কাজল (১৯৬২), কাঁচের দেয়াল (১৯৬৩), সংগ্রাম (১৯৬৪ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সর্বপ্রথম রঙিন চলচ্চিত্র), বাহানা (১৯৬৫), বেহুলা (১৯৬৬), আনোয়ারা (১৯৬৬), দুই ভাই (১৯৬৮), জীবন থেকে নেয়া (১৯৬৯) ও ইংরেজি ভাষায় Let There Be Light। ১৯৫৫ সালে তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ সূর্যগ্রহণ ও ১৯৬০ সালে প্রথম উপন্যাস শেষ বিকেলের মেয়ে প্রকাশিত হয়।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে জহির রায়হানের লেখা ‘একুশে ফেব্রুয়ারী’ ও ‘আরেক ফাল্গুন’ নামক উপন্যাস দুটি তাঁর অনবদ্য রচনা। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে রয়েছে- সূর্যগ্রহণ, শেষ বিলেকের মেয়ে, হাজার বছর ধরে, আর কতদিন, কয়েকটি মৃত্যু, বরফ গলা নদী, তৃষ্ণা প্রভৃতি।

জহির রায়হানের উর্দু ছবি ‘সঙ্গম’ ছিল পাকিস্তানের প্রথম রঙিন ছবি। তাঁর অপর উর্দু ছবি ‘বাহানা’ ছিল সিনেমাস্কোপ। ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসের জন্য ১৯৬৪ সালে ‘আদমজী পুরস্কার’ পান জহির রায়হান। ১৯৭২ সালে তাকে বাংলা একাডেমি পুরস্কার (মরণোত্তর) এবং ১৯৭৭ সালে একুশে পদকে ভূষিত করা হয়। এছাড়া শ্রেষ্ঠ বাংলা ছবি হিসেবে ‘কাচের দেয়াল’ চলচ্চিত্রের জন্য তিনি ‘নিগার পুরস্কার’ লাভ করেন।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

সৈয়দ শামসুল হক

সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-২০১৬) একজন প্রথিতযশা লেখক। তিনি একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পকার, নাট্যকার, অনুবাদক। সাহিত্যের সব শাখাতে তাঁর সাবলীল পদচারণা পাঠককে মুগ্ধ করে। আর এজন্যই তাকে সব্যসাচী লেখক হিসেবে অভিহিত করা হয়। বিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে তাঁর স্বতন্ত্র আসন চিহ্নিত হয় বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে। বিচিত্র প্রতিভার সব্যসাচী এই লেখককে তাই কোনো একটি সাহিত্যকর্ম দিয়ে পরিমাপ করা সম্ভব নয়। তাঁর গভীরতা সমুদ্রের মতো বিশাল, পর্বতের মতো অটল-অবিচল, ঝরণাধারার মতো প্রবাহিত হয়। কখনও তা আলোকোজ্জ্বল জীবনের অংশী হয়ে ওঠে, আবার কখনও মখমলে সময়কেও বেদনায় জর্জরিত করে। তাঁর অন্যতম কাব্যনাট্য 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' (১৯৭৬) মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত। এই কাব্যনাটকে তিনি যুদ্ধকালীন বাস্তবতা তুলে ধরেছেন।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

কাহিনি সংক্ষেপ

'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় নাটকের বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিককার ঘটনাবলি। নাটকের চরিত্র হিসেবে রয়েছে মাতবর, পীর সাহেব, মাতবরের মেয়ে, পাইক, গ্রামবাসী, তরুণ দল ও মুক্তিযোদ্ধারা। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তাদের। উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠাকে কেন্দ্র করেই নাটকের পটভূমি তৈরি হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ চলছে কালীপুর, হাজীগঞ্জ কিংবা ফুলবাড়ী, নাগেশ্বরী থেকে দলে দলে মানুষ আসছে। "মানুষ আসতে আছে যমুনার বানের লাহান/মানুষ আসতে আছে মহররমে ধুলার সমান"।

হতবিহ্বল গ্রামবাসী মুক্তিযুদ্ধকালে নিজেদের করণীয় কিংবা বাঁচার উপায় মাতবরের কাছে জানতে চায়। গ্রামবাসীর – ধারণা, মাতবর ক্ষমতার অধিকারী। তাই একমাত্র তিনিই পারেন ভয়াবহ এ বিপদ থেকে সবাইকে রক্ষা করতে। এই মাতবরই হচ্ছেন নাটকের প্রধান চরিত্র। মাতবর এক পর্যায়ে তাদের আশ্বস্ত করেন, গত রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেনের সঙ্গে তার দেখা ও আলাপ হয়ে য়ছে। তাই মাতবর সবাইকে পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর ভরসা রাখতে বলেন। পাশাপাশি মুক্তিবাহিনী থেকে দূরে থাকার

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

পরামর্শ দেন। তবে মাতবরের আশ্বাসের পরও গ্রামবাসীর মনের দ্বিধা দূর হয় না। মাতবর মূলত, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সহযাোগী, অর্থাৎ রাজাকার। কিন্তু তিনি যে পাকিস্তানপন্থী, সেটা গ্রামের সহজ-সরল মানুষ শুরুতে আন্দাজ করতে পারে না। এমনই এক সময়ে মাতবরের মেয়ে ঘরের বাইরে এসে জানায়, তার বাবা মূলত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দোসর। জোর করে গত রাতে তাকেও মাতবর পাকিস্তানি ক্যাপ্টেনের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। মাতবর ও তার মেয়ে এবং গ্রামবাসীর একের পর এক সংলাপে মুক্তিসংগ্রামের বিষয়গুলাো পরিস্ফুটিত হতে থাকে।

মাতবর গ্রামবাসীকে জানান, তার মেয়েকে তিনি এক রাতের জন্য হলেও পাকিস্তানি ক্যাপ্টেনের কাছে বিয়ে দিয়েছিলেন। এক পর্যায়ে মাতবরের মেয়ে অপমানে-লজ্জায় বিষপানে আত্মহত্যা করে। ঘটনা এগাোতে থাকে। গ্রামের মানুষ মাতবরের মৃত্যু চায়। এদিকে মাতবরের কানে বারবার পায়ের আওয়াজ ভেসে আসতে থাকে। এই আওয়াজ আসলে মুক্তিযাোদ্ধাদের পদধ্বনি। বিশ্বাসঘাতকতার কারণে মাতবরের পাইক একসময় মাতবরকে হত্যা করে। এক রাজাকারের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি জাতীয় জীবনে মুক্তির পথ দেখতে পায়।

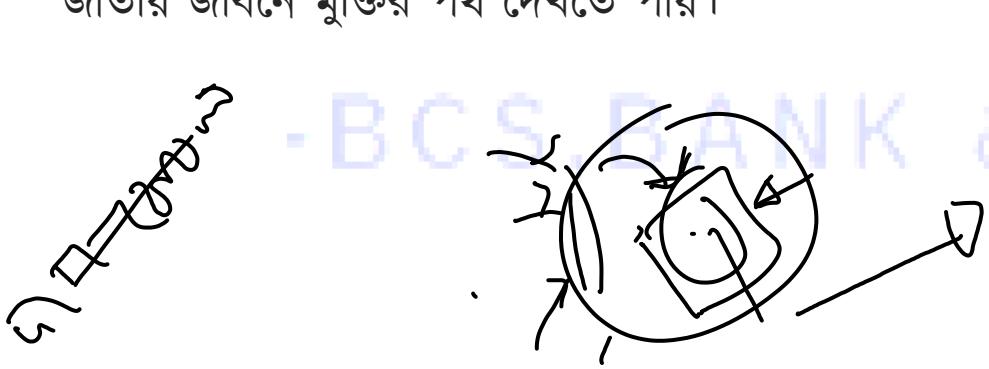

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

সৈয়দ শামসুল হকের শিল্পচিন্তায় নাটকের নানামুখী চরিত্র নির্মাণে ও আন্তঃসম্পর্ক সৃষ্টি প্রয়াসের জন্য শব্দ-ইমেজের ব্যবহার বিশেষভাবে আকর্ষণীয়; যেমন মেয়ের উচ্চারণে : 'সে ক্যান ফালায়া গেলো আমার জীবন/ হঠাৎ খাটাশে খাওয়া হাঁসের মতন?', কিংবা 'গ্যাছে সুখ/ য্যান কেউ নিয়া গ্যাছ গাভীনের বাঁটে যতটুকু/ দুধ আছে নিষ্ঠুর দোহান দিয়া' ইত্যাদি। শব্দার্থের বৃত্ত ভেঙে ব্যঞ্জনা যে-পরিকাঠামোতে আবদ্ধ তা প্রথা-সংস্কারসন্ধানী অতীত ও বর্তমানের সেতুবন্ধ তৈরি করে। লেখকের ভাষায় আঞ্চলিকতার আচ্ছাদন থাকলেও তার বিস্তার ঘটেছে সর্বদৈশিক; কালচিন্তনে তা সর্বকালিক বললেও অত্যুক্তি হয় না। 'আঞ্চলিক শব্দের নিপুণ ব্যবহারে যুদ্ধকালীন উত্তরবাংলার গ্রামীণ জীবনকে যেন শব্দাবলি করে ধরে রেখেছে।

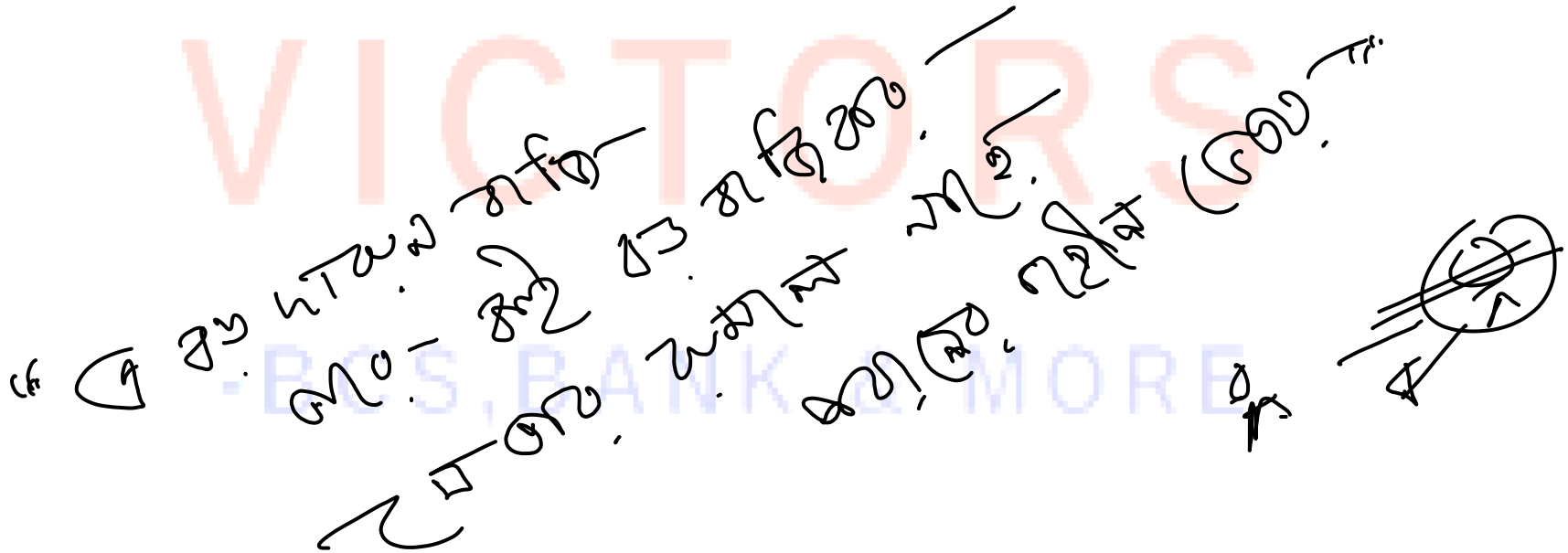

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

"যখন তোমার কেউ ছিলো না — [illegible] [illegible] — [illegible] [illegible] [illegible] — [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] — [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। — [illegible] [illegible],

→ [illegible] — [illegible] —

মুনীর চৌধুরী

নাটক

- *রক্তাক্ত প্রান্তর* (১৯৬২): পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের কাহিনী এর মূল উপজীব্য। এতে তিনি যুদ্ধবিরোধী মনোভাব প্রকাশ করেন। নাটকটির জন্য তিনি ১৯৬২ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার পান।

- *চিঠি* (১৯৬৬)

- *কবর* (রচনাকাল ১৯৫৩, প্রকাশকাল ১৯৬৬) পূর্ববাংলার প্রথম প্রতিবাদী নাটক। নাটকটির পটভূমি হলো ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন।

- *দণ্ডকারণ্য* (১৯৬৬): রূপকাশ্রয়ী নাটক।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

- *পলাশী ব্যারাক ও অন্যান্য*(১৯৬৯):
- মানুষ(১৯৪৭): ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কাহিনী এর মূল উপজীব্য।
- *নষ্ট ছেলে*(১৯৫০): রাজনৈতিক চেতনাসমৃদ্ধ নাটক।
- *দণ্ডকারণ্য*(১৯৬৬): তিনটি নাটকের সমন্বয়। এতে দণ্ড, দণ্ডধর, দণ্ডকারণ্য
- *রাজার জন্মদিন*(১৯৪৬)
- *চিঠি*(১৯৬৬)
- *পলাশী ব্যারাক ও অন্যান্য*(১৯৬৯)

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

অনুবাদ নাটক

- *কেউ কিছু বলতে পারে না* (১৯৬৯): জর্জ বার্নার্ড শর *You never can tell*-এর বাংলা অনুবাদ।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

- *রূপার কৌটা* (১৯৬৯): জন গলজ্ওয়র্দির *The Silver Box*-এর বাংলা অনুবাদ।
- *মুখরা রমণী বশীকরণ* (১৯৭০): উইলিয়াম শেক্স্পিয়ারের *Taming of the Shrew*-এর বাংলা অনুবাদ

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

কবর:-

কবর' নাটকটি লেখা হয়েছিল ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে, কারারক্ষীদের চোখ ফাঁকি দিয়ে। রাতে কারাগারের বাতি নিভিয়ে দেয়া হলে লণ্ঠনের আলোয় সেই নাটকের প্রথম মঞ্চায়নও হয়েছিল ঢাকা কারাগারে।

তখন কারাগারে থাকা কমিউনিস্ট নেতা রণেশ দাশগুপ্তের অনুরোধে ভাষা আন্দোলনে হত্যাকাণ্ড নিয়ে তিনি 'কবর' নাটক লেখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেক কারাবন্দী অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী।

পরবর্তীতে এটি ভাষা আন্দোলন নিয়ে বাংলাদেশে মঞ্চায়িত হওয়া অন্যতম জনপ্রিয় নাটকে পরিণত হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একটি প্রতিবাদ সভায় একুশে ফেব্রুয়ারির হত্যাকাণ্ডের সমালোচনা করে একটি প্রস্তাব পাস হয়। সেই কারণে গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে ছিলেন নাট্যকার মুনীর চৌধুরী।
সেই সময় একই কারাগারে অপর একটি কক্ষে বন্দী ছিলেন কমিউনিস্ট নেতা রণেশ দাশগুপ্ত।

একদিন রণেশ দাশগুপ্তের পক্ষ থেকে একটি গোপন চিঠি আসে মুনীর চৌধুরীর কাছে।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

সেখানে কবর নাটক লেখার পটভূমি প্রসঙ্গে রণেশ দাশগুপ্ত লিখেছেন, "১৯৫৩ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে একটি নাটক অভিনয়ের উদ্যোগ নিয়েছিলেন ঢাকা জেলে দু'নম্বর খাঁচায় আটক কমিউনিস্ট বন্দিরা। তারা অনুরোধ জানিয়েছিলেন মুনীর চৌধুরীকে একটি নাটক লিখে দিতে।"

''যেহেতু আমার সঙ্গে মুনীর চৌধুরীর একটা বিশেষ প্রীতির সম্পর্ক ছিল বরাবরই, সেজন্য সকালের হয়ে আমি পুরানা হাজত হতে গোপনে চিঠি পাঠিয়েছিলাম মুনীর চৌধুরীকে নাটক লিখে দেবার জন্য। মুনীর চৌধুরী তখন ঢাকা জেলের দেওয়ানি নামক ছোট ঘরটিতে আটক থাকতেন।''

কারাগারের রক্ষীদের চোখ এড়িয়ে কয়েকদিনের ভেতর নাটকটি লিখে ফেলেন কবীর চৌধুরী। এটি ছিল তার লেখা তৃতীয় নাটক।
মঞ্চ নাটক নিয়ে ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'থিয়েটার' প্রথম সংখ্যাটি মুনীর চৌধুরীকে নিয়ে লেখা হয়েছিল। সেখানেই একটি নিবন্ধে এই তথ্য উল্লেখ করেন রণেশ দাশগুপ্ত।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

মুনীর চৌধুরীর ‘কবর’

বাংলাদেশর নাট্যসাহিত্যে মুনীর চৌধুরী (২৭ নবম্বর ১৯২৫১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১) এক অবিস্মরণীয় নাম। অসাধারণ প্রতিভাধর এ নাট্যকার মৌলিক ও অনুবাদ নাটক দিয়ে বাংলা নাট্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। তিনি এ দেশের নবনাট্যের পথ দেখিয়েছেন। তার নাটকগুলো স্বদেশপ্রেম ও সমাজচেতনায় উদ্দীপ্ত। অল্পকাল ব্যবধানে দুটি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পর দুনিয়াব্যাপী চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তন ঘটে; এর অনিবার্য প্রভাব পড়ে বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্যেও। শিক্ষিত-সচেতন মানুষ হিসেবে নাট্যকার মুনীর চৌধুরীও বিশ্বমননে স্নাত হয়েছিলেন। পৃথিবীখ্যাত নাট্যনির্মাতা ইবসেনের সামাজিক-বাস্তবতাবোধ, বার্নার্ড শর ব্যঙ্গাত্মক জীবন-জিজ্ঞাসা, পিরান্দেলো- ব্রেখট-বেকেটের প্রগাঢ় শিল্পলগ্নতা আর মন্মথ রায়ের ভাষার গভীরতা প্রভৃতি অগ্রসর ভাবনা-প্রবণতা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তিনি। আর এ কারণেই বিষয়-কাঠামো আর মঞ্চে পরিবেশনের কলা-কৌশলের দিক থেকে তার নাটকগুলো স্বতন্ত্র মর্যাদায় অভিসিক্ত হয়েছে। মুনীর চৌধুরী ঐতিহাসিক কাহিনী নিয়ে অনেক নাটক ও একাঙ্কিকা লিখেছেন; তার মধ্যে ‘কবর’ অন্যতম। তার রক্তাক্ত প্রান্তর, চিঠি প্রভৃতি নাটক সবিশেষ সাফল্য লাভ করলেও জনমানুষের কাছে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা ও প্রশংসা পেয়েছে ‘কবর’ নাটকটি। বিষয়-ভাবনা এবং পরিবেশন-শৈলীর কারণেই সম্ভবত এটির প্রচার ও প্রসার অসামান্য। ‘কবর’ গভীর জীবনবোধের আলোকে সজ্জিত একাঙ্গ নাটক। এ ধরনের

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

নাটক অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের সৃষ্টি। যেখানে সহজ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে অনায়াসে দেখে নেয়া যায় জীবনের রূপ-নিবিড়তা ও গন্ধ-গভীরতা। এখানে পাওয়া যায় সমকালের সহজ অনুভবের শিল্পঋদ্ধ জীবন নিষ্ঠ কথা। 'কবর' ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত। ১৯৫৩ সালের ১৭ জানুয়ারি নাটকটি রচিত হয়; তখন তিনি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে রাজবন্দী জানা যায়, আরেক রাজবন্দী রণেশ দাশগুপ্ত মুনীর চৌধুরীর কাছে চিঠি লিখেছিলেন জেলখানায় মঞ্চস্থ করা যায় এমন একটি নাটক লিখে দেয়ার জন্য। যেখানে দেশপ্রেম থাকবে, আলো-আঁধারি পরিবেশ থাকবে এবং নারী চরিত্র এমন ভাবে থাকবে যাতে পুরুষ অভিনয় করতে পারে। মুনীর চৌধুরী রণেশ দাশগুপ্তের অনুরোধ মাথায় রেখেই 'কবর' নাটিকাটি রচনা করেছিলেন। তিনি তার স্মৃতিচারণে বলেছেন, 'জেলখানাতে নাটক রচনার অসুবিধা অবশ্যই ছিল। এ অসুবিধাটুকু সামনে ছিল বলেই তো 'কবর' নাটকটির আঙ্গিকে নতুনত্ব আনতে হয়েছে। আট-দশটি হারিকেন দিয়ে সাজাতে হবে সে কারণে অনেকটা বাধ্য হয়েই 'কবর' নাটকটিতে আলো-আঁধারি রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে।' নাটকটি সর্বপ্রথম ১৯৫৩ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি জেলখানাতে মঞ্চস্থ হয়েছিল। 'কবর' নাটকে গোরস্তানের অতিপ্রাকৃত রহস্যময় পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। পুরো ঘটনাই গোরস্তানের ভেতর সংঘটিত হয়েছে। নেতা আর ইন্সপেক্টর হাফিজের অর্ধ-মাতাল অবস্থায় সংলাপের মধ্য দিয়ে নাটকটি সামনের দিকে আগাতে থাকে। এর মধ্যে অশরীরী আত্মার মতো হঠাৎ এসে উপস্থিত হয় মুর্দা ফকির। মুর্দা ফকির 'মুর্দা' নয়, জীবিত। তবুও নেতা ও হাফিজ দুজনেই তাকে মনে মনে ভয় পায়। আপাতদৃষ্টিতে তার কথার মধ্যে পাগলামির সংমিশ্রণ আছে তবে এটা নাটকের বহিরাঙ্গ।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

তার প্রতিটি কথাই রূপকধর্মী। তার বুকে যে হাহাকার তা বিবেকেরই হাহাকারÑ দেশ ও জাতির কান্না। মুর্দা ফকির নেতা ও হাফিজের কাছে বিদায় নিয়ে কিছুদূর গিয়ে আবার ফিরে এসে বলে, 'গন্ধ! তোমাদের গায়ে মরা মানুষের গন্ধ! তোমরা এখানে কি করছ? যাও, তাড়াতাড়ি কবরে যাও। ফাঁকি দিয়ে ওদের পাঠিয়ে দিয়ে নিজেরা বাইরে থেকে মজা লুটতে চাও, না? না, না আমার রাজ্যে এসব চলবে না।' মুর্দা ফকিরের এই সংলাপের মধ্য দিয়েই নাটকটির সারসত্য প্রকাশিত হয়েছে। এখানে যারা জীবিত মূলত তারা প্রকৃত জীবিত নয়; জীবন্মৃত অবস্থায় তারা আছেÑ তারা জীবন্ত লাশ মাত্র। আর যাদের তারা অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে তারাই জীবিতÑ চির জাগরূক। তাই তো লাশগুলো কবরে ঢুকতে চায় না, বিদ্রোহ করে। ওরা হাফিজের কথার প্রতিবাদ করে বলে, 'মিথ্যে কথা। আমরা মরিনি। আমরা মরতে চাইনি। আমরা মরব না।...কবরে যাব না।' 'কবর' নাটকের মুর্দা ফকির, মূর্তিদের (ভাষা আন্দোলনে শহীদেরা) হাহাকার শুধু নিজেদের নয়, তাদের জীবন-উৎসর্গ শুধু ব্যক্তির উদ্দেশ্যে চরিতার্থ করার জন্য নয়, নয় শুধু ভাষা আন্দোলনে আবেগ-উচ্ছ্বাসে জড়িত। এখানে রাজনৈতিক অবস্থা, গোপন ছলনা এবং বাঙালীর অস্তিত্বের সংগ্রামÑ নাটকজুড়ে নিহিত রয়েছে।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE